বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডিসেম্বর ২০২০

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	ভূমিকা	০১
০২.	উত্তম কৃষি চর্চা এর সংজ্ঞা	০২
০৩.	উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য	০২
০৪.	উত্তম কৃষি চর্চা অনুশীলনের অন্যতম বিষয়সমূহ	০২
০৫.	নিরাপদ ফসল উৎপাদনে উত্তম কৃষি চর্চার গুরুত্ব	০৩
০৬.	উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের উপাদানসমূহ	০৪
০৭.	বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চার মানদণ্ড কাঠামো (Structure of Bangladesh GAP Standard)	০৪
০৮.	সম্মতির মানদণ্ড	০৫
০৯.	বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়ন কাঠামো ও গঠন পদ্ধতি	০৫
	৯.১ পরিকল্প স্বত্বাধিকারী/সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান গঠন ও দায়িত্ব	০৫
	৯.২ স্কিম ওনার এর ভূমিকা ও দায়িত্ব	০৫
	৯.৩ গোপনীয়তা রক্ষা	০৬
	৯.৪ কমিটিসমূহের গঠন ও কর্মপরিধি	০৭
	৯.৪.১ স্টিয়ারিং কমিটি	০৭
	৯.৪.২ স্টিয়ারিং কমিটির কর্মপরিধি	০৮
	৯.৪.৩ সার্টিফিকেশন কমিটি	০৮
	৯.৪.৪ সার্টিফিকেশন কমিটির কর্মপরিধি	০৯
	৯.৪.৫ টেকনিক্যাল কমিটি	০৯
	৯.৪.৬ টেকনিক্যাল কমিটির কর্মপরিধি	১০
	৯.৫ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা লোগো এবং বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নম্বর (BGN) ব্যবহার	১০
১০.	সার্টিফিকেশন বডি গঠন ও দায়িত্ব	১১
১১.	স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা	১১
১২.	সার্টিফিকেশন নীতিমালা	১২
১৩.	বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া	১৩
	১৩.১ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা প্রত্যয়নের জন্য আবেদন	১৩
	১৩.২ সার্টিফিকেশন রিভিউ	১৩
	১৩.৩ সার্টিফিকেশন চুক্তি/অঙ্গীকারনামা	১৪
১৪.	নিরীক্ষা	১৪

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫.	অনুসৃত মানদণ্ড	১৫
১৬.	নমুনা পরীক্ষা	১৫
১৭.	ডক্যুমেন্টেশন	১৫
১৮.	মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৫
১৮.১	প্রশিক্ষণের অংশীজন	১৫
১৮.২	প্রশিক্ষণের আওতা	১৬
১৮.৩	শিক্ষা	১৬
১৯.	প্রযুক্তি হস্তান্তর	১৬
২০.	বাংলা ভাষার প্রাধান্য	১৭

০১. ভূমিকা

বাংলাদেশের কৃষি ক্রমেই 'খোরপোষ কৃষি' (Subsistance Agriculture) থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য তথা খাদ্য শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য উচ্চ ফলনশীল এবং হাইব্রিড জাতের পাশাপাশি অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক সময় ভারী ধাতু কিংবা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক মিশ্রিত জৈবসারও ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিকভাবে কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এসবেরও ব্যবহার হয়।

মানব স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায় নিরাপদ খাদ্য ক্রমাগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জনগণকে খাদ্যজনিত অসুস্থতা থেকে রক্ষার পাশাপাশি বিশ্ব রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতার কারণে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন জরুরি। উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে খাদ্য শৃঙ্খলের (Food chain) বিভিন্ন পর্যায়ে বাছবিচারহীন (Indiscriminate) বালাইনাশক ও রাসায়নিকের ব্যবহার, ভারী ধাতব পদার্থের উপস্থিতি, অণুজীবের সংক্রমণ ইত্যাদি খাদ্যকে অনিরাপদ করে। এসব কারণে নিরাপদ খাদ্যপণ্য প্রাপ্যতার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদনের শুরু থেকে সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়াকরণ যেমন-মাঠ হতে সংগ্রহ, প্যাকেজিং, পরিবহন ইত্যাদি পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উত্তম কৃষি চর্চা (Good Agricultural Practices-GAP) অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবেশ এবং সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

কৃষিকার্যে ব্যবহৃত উপকরণ যেমনঃ বালাইনাশক, রাসায়নিক সার, পানি ইত্যাদির পরিমিত ব্যবহার এবং পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনাকে উত্তম কৃষি চর্চা উৎসাহিত করে। বিশেষ করে বালাইনাশক ও বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিকের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার থেকে কৃষি কাজে নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। অধিকাংশ আমদানিকারক, খুচরা বিক্রেতা, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী হোটেল/রেস্টুরেন্ট ও ভোক্তাগণ পণ্যের গুণগতমান এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন পর্যায় থেকে উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণকে পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নে সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক সকল ক্ষেত্রে অভিন্ন ও সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না থাকে, এতে ভোক্তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা বৃদ্ধি পায়। এ লক্ষ্যে সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থা কোনো নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃতি প্রদান এবং স্বীকৃতি প্রাপ্তির সকল নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

ইউরোপের সুপার শপ এবং প্রধান সরবরাহকারীদের উদ্যোগে ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম Eurep GAP নামে উত্তম কৃষি চর্চা কার্যক্রম শুরু হয়, যা ২০০৭ সালে Global G.A.P নামকরণ করা হয়। আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০০৬ সালে ASEAN সচিবালয় কর্তৃক সদস্য দেশসমূহে ASEAN GAP যাত্রা শুরু করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক উদ্যানফসল সবজি ও ফলের জন্য সার্কভুক্ত চারটি দেশ যথা- বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ এবং নেপালে ২০১৩-১৪ সালে উত্তম কৃষি চর্চা স্কিম শুরু হয়। এই উত্তম কৃষি চর্চা স্কিম বাস্তবায়নের ফলে এ দেশসমূহে জাতীয় উত্তম কৃষি চর্চা মানদণ্ড তৈরি, পরিকল্প স্বত্বাধিকারী (Scheme owner) প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যয়ন পদ্ধতি প্রাথমিকভাবে প্রণয়ন করা হয়। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নিরাপদ ফসল উৎপাদনসহ রপ্তানি বাজারে প্রবেশের জন্য উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে উত্তম

কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের ফলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিরাপদ, উন্নত ও মানসম্পন্ন হবে, আয় বৃদ্ধি ও অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারসহ টেকসই পরিবেশ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এ লক্ষ্যে তৈরিকৃত ডকুমেন্ট 'বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০' নামে অভিহিত হবে।

০২। উত্তম কৃষি চর্চার সংজ্ঞা

উত্তম কৃষি পদ্ধতি হলো সামগ্রিক কৃষি কার্যক্রম যা অনুসরণে নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত কৃষিজাত পণ্য সহজলভ্য, পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সামাজিক সুরক্ষা সুসংহত হয়। উত্তম কৃষি চর্চায় এমন পদ্ধতিসমূহের চর্চা করা হয় যা খামারে প্রয়োগ করার ফলে উৎপাদন, সংগ্রহ এবং সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এটি একগুচ্ছ নীতি-বিধি ও প্রযুক্তিগত সুপারিশমালা যা সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবহনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করা হয় যা মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও কাজের পরিবেশ উন্নত করে।

০৩। উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য

৩.১ নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন ফসলের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;

৩.২ পরিবেশ সহনীয় ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং কর্মীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধন;

৩.৩ খাদ্য শৃঙ্খলের সকল স্তরে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা;

৩.৪ ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা; এবং

৩.৫ মানসম্পন্ন উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

০৪। উত্তম কৃষি চর্চা অনুশীলনের অন্যতম বিষয়সমূহ

৪.১ **স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন** : সার, সেচ, বালাইনাশক প্রয়োগ ও ব্যবহার বিধি, রোপণ সামগ্রীর (চারা, বীজ) ব্যবহার, রাসায়নিকের পরিমিত ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা অবলম্বনে উৎপাদন নিশ্চিত করা;

৪.২ **নিরাপদ ও খাদ্যমান রক্ষা:** ফসল সংগ্রহ, সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা;

৪.৩ **পরিবেশ সুরক্ষা:** মাটি, পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;

৪.৪ **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা:** কর্ষণ যন্ত্র, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ যন্ত্রপাতি, কর্মীর পোশাক, প্যাক হাউজ/সংরক্ষণাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;

৪.৫ **কৃষি কর্মীর স্বাস্থ্য:** কৃষক-কৃষাণী ও শ্রমিকের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা;

৪.৬ **তথ্যাদি সংরক্ষণ (Record Keeping) ও সন্ধানযোগ্যতা (Traceability):** উপকরণ, উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণের সকল পর্যায়ে যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করা;

৪.৭ **সার্টিফিকেট প্রদান ও লোগো ব্যবহার :** উত্তম কৃষি চর্চা মানদণ্ডের আলোকে উত্তম কৃষি চর্চা সার্টিফিকেট প্রদান ও উৎপাদিত পণ্যে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা লোগো ব্যবহার;

৪.৮ **প্রশিক্ষণ:** সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান;

৪.৯ **বাজার নিশ্চিত করা:** উৎপাদিত গুণগতমানসম্পন্ন কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও বাজার সুনিশ্চিতকরণ;

৪.১০ **মনিটরিং:** পরিদর্শক, নিরীক্ষক এবং টেকনিক্যাল পর্যবেক্ষক কর্তৃক নিয়মিতভাবে উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা নিয়মিত মনিটরিং করা; এবং

৪.১১ **প্রচার ও প্রসার:** প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে উত্তম কৃষি চর্চার প্রচার ও প্রসার এবং ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণ।

০৫। নিরাপদ ফসল উৎপাদনে উত্তম কৃষি চর্চা -এর গুরুত্ব

বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য চাহিদা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী নিরাপদ খাদ্যের বাজার সৃষ্টি হয়েছে এবং ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে খাদ্য সামগ্রী নিয়মিতভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আমদানি ও রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানির ফলে খাদ্য শৃঙ্খলে জীবাণুসমূহের সংক্রমণ এবং বিস্তৃতি ঘটার আশংকা থাকে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি। এ প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক খাদ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। কৃষি উৎপাদনে/ফসলে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ হলো প্রয়োগকৃত রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ, দূষণকারী বস্তুর উপস্থিতি, পোকা-মাকড়, রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব, বাহ্যিক সংক্রামক ইত্যাদি। এছাড়া, খাদ্যে অন্যান্য বস্তু যথা- ভারী ধাতব বস্তু বা বিষাক্ত দ্রব্যের উপস্থিতি। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিপত্তি (Hazard) /ঝুঁকি (Risk) খাদ্য শৃঙ্খলের যে কোনো পর্যায়ে ঘটতে পারে, তাই খাদ্য শৃঙ্খলের প্রত্যেক স্তরেই নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত সমস্যা প্রতিরোধ বা দূরীভূত করা প্রয়োজন। খাদ্য শৃঙ্খলের সকল স্তরে সুনির্দিষ্ট অনুশীলনসমূহ সঠিকভাবে অনুসরণ করাই হচ্ছে উত্তম কৃষি চর্চার মূল ভিত্তি। উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে খাদ্য শৃঙ্খলের প্রাথমিক অর্থাৎ কৃষক পর্যায় থেকে প্রতিটি স্তরে প্রত্যেক কর্মীকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়ে দায়িত্বশীল থেকে সকল কার্যক্রমের বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা আবশ্যক। উৎপাদনকারীকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে উৎপাদিত পণ্য খাদ্য হিসেবে ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ। এক্ষেত্রে উৎপাদকের পাশাপাশি প্যাকেজিং, সরবরাহ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে খাদ্যকে নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন রাখা। উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ। কারণ উৎপাদনের সকল স্তরে খাদ্যমান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ সাধন নিশ্চিত হবে।

০৬। উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের উপাদানসমূহ

৬.১ **বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চার মানদণ্ড:** প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চার স্কিম ওনার/সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে উৎপাদক ও ভোক্তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সক্ষম বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চার মানদণ্ড প্রস্তুত করা;

৬.২ **সম্মত মানদণ্ড (Compliance Criteria)/সূচক নির্ধারণ:** প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উত্তম কৃষি চর্চার শ্রেণিবিন্যাস করা;

৬.৩ **পরিচালনা কাঠামো:** স্কিম ওনার কর্তৃক উত্তম কৃষি চর্চার মানদণ্ড প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা। দেশে উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তিনটি কমিটি যথা- স্টিয়ারিং, সার্টিফিকেশন ও টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা;

৬.৪ **প্রত্যয়ন সংস্থা মনোনয়ন:** উত্তম কৃষি চর্চা সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল সার্টিফিকেশন বডি (BACB) মনোনয়ন। এক্ষেত্রে টেকনিক্যাল ও সার্টিফিকেশন কমিটির অনুমোদনক্রমে স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক BACB চূড়ান্তকরণ;

৬.৫ **প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া:** বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চার মানদণ্ডে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে BACB আগ্রহী ফসল উৎপাদক বা উৎপাদক দলকে উত্তম কৃষি চর্চা সার্টিফিকেট প্রদানের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে স্কিম ওনার এর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং ISO17065:2012 অনুযায়ী উৎপাদক বা উৎপাদক দলের কার্যক্রম অনুরূপভাবে মূল্যায়ন, পরিদর্শন ও যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদান করা;

৬.৬ **বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা লোগো ব্যবহার:** বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা এর জন্য স্কিম ওনার কর্তৃক সুনির্দিষ্ট লোগো নির্ধারণ ও ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন করা; এবং

৬.৭ **এ্যাক্রিডিটেশন:** BACB কর্তৃক পরিচালিত সমগ্র প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা, বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (BAB) কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান এবং সময়ে সময়ে পরিবীক্ষণ করা।

০৭। **বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চার মানদণ্ড কাঠামো (Structure of Bangladesh GAP Standard):** ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চার মানদণ্ড হিসেবে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য (Food Safety Module); পণ্যমান (Produce Quality Module); পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (Environment Management Module); কর্মীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং কল্যাণ (Workers Health Safety and Welfare Module); বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে একাধিক মড্যুলের আওতায় বিভিন্ন উপাদান ও অনুশীলন বিস্তৃত থাকবে।

০৮। সম্মতির মানদণ্ড (Compliance Criteria)

উৎপাদনকারীর নিজস্ব নিরীক্ষা এবং প্রত্যয়ন প্রদানকারী সংস্থাসহ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক পরিদর্শন ও যাচাই প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য উত্তম কৃষি চর্চা অনুশীলনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রের (control point) শ্রেণিবিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তম কৃষি চর্চা মানদণ্ড অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রণ ধাপসমূহ যা উৎপাদককে মেনে চলতে হয় তা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্র যা ৩টি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

সম্মতির মানদণ্ড	অনুসরণের মাত্রা
অতি গুরুত্বপূর্ণ (Major Must)	ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন উত্তম কৃষি চর্চা যা অনুশীলনের সবগুলো নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ১০০% অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে এবং অনুসরণ না করলে খাদ্য এবং পণ্যের মান ও বৈশিষ্ট্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিধায় উত্তম কৃষি চর্চা সম্মতির মানদণ্ড গ্রহণযোগ্য হবে না।
গুরুত্বপূর্ণ (Minor Must)	এক্ষেত্রে ৯০% অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।
সাধারণ (General)	অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে পণ্যের (ফসল) উপর ভিত্তি করে ৫০% অনুসরণ আবশ্যক।

০৯। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়ন কাঠামো ও গঠন পদ্ধতি

৯.১ স্কিম ওনার (Scheme owner)/সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান গঠন ও দায়িত্ব

দেশে উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে সরকার কর্তৃক স্কিম ওনার হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অংশীজন সমন্বয়ে স্টিয়ারিং, টেকনিক্যাল ও সার্টিফিকেশন কমিটি গঠন করা হবে। স্টিয়ারিং কমিটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে যা সার্টিফিকেশন কমিটি এবং টেকনিক্যাল কমিটির সহযোগিতায় পরিচালিত হবে। স্টিয়ারিং কমিটিই দেশের উত্তম কৃষি চর্চা স্কিম তৈরি ও কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করবে। সার্টিফিকেশন এবং টেকনিক্যাল কমিটিতে অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (কৃষিতত্ত্ব, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব, জীবপ্রযুক্তি, উদ্যানতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি, রসায়ন বিজ্ঞান, পুষ্টি বিজ্ঞান ইত্যাদি) বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

৯.২ স্কিম ওনার এর ভূমিকা ও দায়িত্ব (Roles and Responsibilities of Scheme Owner)

৯.২.১ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের তথ্যাদি সর্বসাধারণের অবগতি ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;

৯.২.২ কার্যক্রম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট (নীতিমালা ও পরিচালনার দায়িত্বসমূহ) তৈরি, নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষা করা;

৯.২.৩ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা প্রত্যয়ন প্রতীক চিহ্ন (GAP Certification Mark) বা লোগো প্রস্তুত করা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও নিবন্ধন করা;

৯.২.৪ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চার মানদণ্ড প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা, সময়ে সময়ে এর সংশোধন, সংযোজন, হালনাগাদকরণ;

৯.২.৫ উৎপাদন ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

৯.২.৬ সার্বিক কার্যক্রম, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য স্টিয়ারিং, টেকনিক্যাল ও সার্টিফিকেশন কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা;

৯.২.৭ পণ্যমান সংক্রান্ত যে কোনো পর্যায়ের অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং সংবেদনশীল অভিযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা;

৯.২.৮ আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সার্টিফিকেশন বডির কার্যক্রম/ সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোনো আপিল নিষ্পত্তিতে নিরপেক্ষ/স্বাধীন আপিল প্যানেল গঠন করা;

৯.২.৯ প্রত্যয়ন সংস্থা (পরিদর্শক, নিরীক্ষক, টেকনিক্যাল পর্যবেক্ষক/টেকনিক্যাল রিভিউয়ার), উৎপাদক, প্রয়োগকারী এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন/ অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়ন উৎকর্ষতার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৯.২.১০ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানসম্পন্ন ও দক্ষ সার্টিফিকেশন বডি গঠনে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা; এবং

৯.২.১১ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা সম্পর্কিত ওয়েব পোর্টাল তৈরি ও সকল নির্দেশনাসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড করা।

৯.৩ গোপনীয়তা রক্ষা

৯.৩.১ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা কার্যক্রম পরিচালনার সময় স্কিম ওনার কে (Scheme Owner) নীতিমালা এবং আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য সকল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে;

৯.৩.২ স্কিম ওনার কে এরূপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে উত্তম কৃষি চর্চা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় তথ্যগত ভুল না হয়; এবং

৯.৩.৩ স্কিম ওনার এর গোপনীয়তা পদ্ধতি সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.৪ কমিটিসমূহের গঠন ও কর্মপরিধি

৯.৪.১ স্টিয়ারিং কমিটি:

১)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২)	অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩)	অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪)	অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫)	যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা উইং), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
৭)	মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	সদস্য
৮)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
৯)	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
১০)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১২)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৩)	মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সদস্য
১৪)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৫)	মহাপরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৬)	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৭)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৮)	ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।	সদস্য
১৯)	মহাপরিচালক, সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (SARSO)	সদস্য
২০)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	সদস্য
২১)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন	সদস্য
২২)	সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস এন্ড অ্যালাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BFVAPEA)	সদস্য
২৩)	সভাপতি, কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (CAB)	সদস্য
২৪)	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	সদস্য
২৫)	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য-সচিব

৯.৪.২ স্টিয়ারিং কমিটির কর্মপরিধি

৯.৪.২.১ পরিকল্প স্বত্বাধিকারী ও BACB এর সার্বিক উন্নয়ন, পরিবর্তন এবং পর্যবেক্ষণ;

৯.৪.২.২ সার্টিফিকেশন ও টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশমালার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৯.৪.২.৩ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা এর জন্য প্রণীত মানদণ্ড ও কারিগরি নির্দেশনা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;

৯.৪.২.৪ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কমিটিতে Co-opt করা; এবং

৯.৪.২.৫ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কমিটির সাথে পরামর্শ করা।

৯.৪.৩ সার্টিফিকেশন কমিটি:

১)	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	আহ্বায়ক
২)	মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সদস্য
৩)	যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন	সদস্য
৫)	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৬)	পরিচালক, সার্টিফিকেশন মার্কস, বিএসটিআই	সদস্য
৭)	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর	সদস্য
৮)	পরিচালক, বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড	সদস্য
৯)	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	সদস্য
১০)	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য), বিএআরসি	সদস্য
১১)	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব বিভাগ), বিএআরআই	সদস্য
১২)	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ), বিএআরআই	সদস্য
১৩)	পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

৯.৪.৪ সার্টিফিকেশন কমিটির কর্মপরিধি

৯.৪.৪.১ প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমার্জন এবং সংরক্ষণ;

৯.৪.৪.২ প্রত্যয়নের আবেদন সহায়ক নির্দেশনামূলক তথ্যাদি তৈরি;

৯.৪.৪.৩ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা লোগো ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং সংস্করণ;

৯.৪.৪.৪ প্রত্যয়ন সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় মীমাংসা করা;

৯.৪.৪.৫ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদন এবং

৯.৪.৪.৬ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কমিটিতে Co-opt করা।

৯.৪.৫ টেকনিক্যাল কমিটি:

১)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	আহ্বায়ক
২)	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
৩)	সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
৪)	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৫)	পরিচালক, উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৬)	পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৭)	পরিচালক/প্রতিনিধি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	সদস্য
৮)	সংশ্লিষ্ট পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
৯)	পরিচালক/প্রতিনিধি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	সদস্য
১০)	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১১)	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১২)	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৩)	পরিচালক/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৪)	পরিচালক, সার্টিফিকেশন মার্কস, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন	সদস্য

১৫) পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ ফুড সাইন্স এন্ড টেকনোলজী (IFST), বিসিএসআইআর — সদস্য

১৬) প্রতিনিধি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর — সদস্য

১৭) সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন — সদস্য

১৮) প্রতিনিধি, ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ — সদস্য

১৯) পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর — সদস্য-সচিব

৯.৪.৬ টেকনিক্যাল কমিটির কার্যপরিধি

৯.৪.৬.১ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা পরিকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মান এবং কারিগরি নির্দেশনা তৈরি ও সংরক্ষণ;

৯.৪.৬.২ অনুচ্ছেদসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান;

৯.৪.৬.৩ প্রত্যয়ন মানদণ্ড নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট মতবিরোধের সমাধান;

৯.৪.৬.৪ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা লোগো তৈরি ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে নিবন্ধন গ্রহণ;

৯.৪.৬.৫ সার্টিফিকেশন বডি কর্তৃক উদ্ভূত কোনো সমস্যা ও কারিগরি যে কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা চাইলে তার সমাধান করা; এবং

৯.৪.৬.৬ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কমিটিতে Co-opt করা।

৯.৫ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা লোগো এবং বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নম্বর (BGN) ব্যবহার

৯.৫.১ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা লোগো স্কিম ওনার কর্তৃক সংরক্ষিত হবে;

৯.৫.২ প্রত্যায়িত সকল উৎপাদক বা উৎপাদক দল কর্তৃক বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা লোগো ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যায়িত সংস্থা/পরিকল্প স্বত্বাধিকারী কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক;

৯.৫.৩ লোগো এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে পণ্য/ফসল উৎপাদনে উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়; এবং

৯.৫.৪ উৎপাদক বা উৎপাদক দলকে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নম্বর (**BGN**) ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে Global G.A.P এর অনুরূপ ১৩ ডিজিটের বিশেষণমূলক ক্রম নম্বর তৈরি করতে হবে।

১০। সার্টিফিকেশন বডি (Certification Body) গঠন ও দায়িত্ব

সার্টিফিকেশন বডি খামারে উৎপাদিত পণ্যের মান বজায় রাখা এবং সংক্রমণ ও দূষণ হ্রাসের জন্য গৃহীত পদ্ধতি/প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য মূল্যায়নে প্রত্যয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পর্যাপ্ত জনবল ও সক্ষমতাসম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেশন বডি (CB) হিসেবে মনোনয়ন করা। সার্টিফিকেশন বডি একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে উত্তম কৃষি চর্চা এর জাতীয় মান ও আর্ন্তজাতিক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উৎপাদক/উৎপাদক দল কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ এবং উত্তম কৃষি চর্চা সার্টিফিকেট প্রদান করবে। এক্ষেত্রে ISO17065:2012 এর মানদণ্ড অনুসারে উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক সার্টিফিকেশন বডিকে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা মানদণ্ডের সকল মড্যুলের আওতাভুক্ত অনুশীলনসমূহ মানদণ্ড সূচক অনুসারে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না তা সার্টিফিকেশন বডি পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন করবে।

সার্টিফিকেশন বডির (CB) কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- পরিকল্পে মানদণ্ডের আলোকে প্রত্যয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত এবং উত্তম কৃষি চর্চা প্রত্যয়নে ISO17065:2012 অনুসরণ করা;
- স্কিম ওনার সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি হালনাগাদকরণ এবং সার্টিফিকেটধারী উৎপাদক বা উৎপাদক দলের নিকট তা হস্তান্তর করা;
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা সার্টিফিকেট গ্রহণে আগ্রহী উৎপাদক বা উৎপাদক দলকে সার্টিফিকেট প্রদানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ ও আপিল নিষ্পত্তিকরণ; এবং
- আগ্রহী উৎপাদক বা উৎপাদক দলের জন্য বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণের সুযোগ নিশ্চিতকরণের কৌশল নির্ধারণ ও ওয়েবসাইটে সকল তথ্যাদি আপলোড করা।

১১। স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা (Accreditation Body)

একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা পরিকল্পের সার্টিফিকেশন বডির দক্ষতা, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা। স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা ISO17011 অনুসরণে পরিচালিত হবে এবং ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্রিডিটেশন ফোরাম (IAF) এর নিয়ম-কানুনের অধীনে কাজ করবে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা (IAF) এর স্বাক্ষরকারী হিসেবে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা এক্ষেত্রে ISO17065:2012 অনুসরণ করবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (BAB) বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা পরিকল্পের স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

১২। সার্টিফিকেশন নীতিমালা

আস্থা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা এর নীতিমালা পক্ষপাতহীনতা, যোগ্যতা, গোপনীয়তা এবং স্বচ্ছতা, সাড়া প্রদানের আগ্রহ (Responsiveness) এবং দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করবে যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

পক্ষপাতহীনতা—সার্টিফিকেশন বডি এবং এর জনবল পক্ষপাতহীন হবে, যাতে তাঁদের কার্যক্রম এবং ফলাফলের প্রতি আস্থা থাকে। পক্ষপাতহীনতার ক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহের মধ্যে স্বীয় স্বার্থের কারণে পক্ষপাতিত্ব, আত্মীয়করণ, অতি পরিচিতি, বাধা প্রদান এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা উল্লেখযোগ্য।

যোগ্যতা—সার্টিফিকেশন বডির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পর্যাপ্ত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন যাতে প্রত্যয়নে আস্থা সৃষ্টি হয়।

গোপনীয়তা ও স্বচ্ছতা—বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষায় সার্টিফিকেশন বডিকে আস্থা অর্জন করতে হবে যেন তথ্যসমূহ কোনোভাবে প্রকাশ না পায়। সার্টিফিকেশন বডিকে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের সকল স্তরে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

উন্মুক্ততা—উন্মুক্ততা হচ্ছে যথাযথ তথ্যের ভেতর অনুপ্রবেশ বা প্রকাশের নীতি। সার্টিফিকেশন বডিকে মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন প্রক্রিয়ার তথ্য সঠিক/যথাযথ এবং যথাসময়ে প্রদান ও প্রকাশ করতে হবে। পণ্যের প্রত্যয়নের পর্যায়/স্ট্যাটাস সংক্রান্ত তথ্য যথাসময়ে সঠিকভাবে প্রদান/প্রকাশ করতে হয়। প্রত্যয়ন অনুমোদন, ব্যবস্থাপনা, সুযোগ বৃদ্ধি বা হ্রাস, স্থগিতকরণ, প্রত্যাহার বা অস্বীকৃতি যাতে প্রত্যয়নের একাত্মতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে আস্থা অর্জন করা যায়।

তথ্য পাওয়ার সুযোগ—সার্টিফিকেশন বডি কোন উৎপাদক, উৎপাদক দল বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলে তাদের অনুরোধ সাপেক্ষে পণ্যের মূল্যায়ন এবং প্রত্যয়ন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার সুযোগ রাখতে হবে।

অভিযোগ এবং আপিলের ব্যাপারে সাড়া—অভিযোগ এবং আপিল হচ্ছে সার্টিফিকেশন বডির ক্লায়েন্ট এবং অন্যান্যদের সম্মতি (Compliance) মূল্যায়নে ভুল, বাদপড়া বা অযৌক্তিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। সম্মতি (Compliance) মূল্যায়ন কার্যক্রমের আস্থা সংরক্ষিত থাকে যখন অভিযোগ এবং আপিল এর প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়।

দায়িত্বশীলতা—প্রত্যয়নের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পূরণের দায়িত্ব আবেদনকারী উৎপাদক ও উৎপাদক দলের, সার্টিফিকেশন বডির নয়। সার্টিফিকেশন বডি প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত প্রদান করে। পর্যালোচনা (Review) এর প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে যদি যথাযথভাবে সম্মতিপূরণ (Compliance) করা যায় তাহলে প্রত্যয়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়।

১৩। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া

১৩.১ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা প্রত্যয়নের জন্য আবেদন

১৩.১.১ একক উৎপাদক বা উৎপাদক দল (দুই বা ততোধিক) আবেদনকারী হতে পারেন;

১৩.১.২ ব্যক্তি উৎপাদক এবং উৎপাদক দলের জন্য একই প্রয়োজনীয়তাসমূহ কার্যকর হবে;

১৩.১.৩ আবেদন জমা দেওয়ার পূর্বে উৎপাদককে ISO17065:2012 অনুসারে অন্তত তিন মাস উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণপূর্বক আত্ম-বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করতে হবে;

১৩.১.৪ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে যাতে উৎপাদক বা উৎপাদক দল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। ফরমে আবেদনকারী উৎপাদক বা উৎপাদক দলের নাম, ঠিকানা, যোগাযোগের বিশদ বর্ণনা, বৈধ মর্যাদার প্রমাণাদি এবং খামার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে। এছাড়া, পণ্য সম্পর্কিত তথ্য যেমন- উৎপাদন স্থান, বার্ষিক উৎপাদন, চাষাবাদের ধরন, পলি হাউজ/নেট হাউজ/গ্রিন হাউজ বা মাঠে উৎপাদন, ফসলের বিস্তারিত (জাত, বপন সময়, বিবিধ উপকরণ ব্যবহার ইত্যাদি), অভ্যন্তরীণ পরিদর্শনের বিবরণ এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে;

১৩.১.৫ আবেদনের ফরম এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সার্টিফিকেশন বডির ওয়েবসাইটে থাকতে হবে;

১৩.১.৬ আবেদনকারীকে একটি অঙ্গীকারনামা পূরণ করে জানাতে হবে এ পরিকল্পের অধীনে বা অন্যকোনো সার্টিফিকেশন বডি কর্তৃক প্রত্যায়িত হয়েছে কি না এবং সেক্ষেত্রে নতুন সার্টিফিকেশন বডিকে পূর্বের প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে। সার্টিফিকেশন বডি পূর্বের সার্টিফিকেশন বডি কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য যাচাইকল্পে বিবেচনায় নিতে পারে; এবং

১৩.১.৭ আবেদনকারীকে আরও ঘোষণা দ্বারা এর পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান করতে হবে। এছাড়া, কোনো কার্যবিবরণী বা উত্তম কৃষি চর্চা প্রত্যয়নপত্র অন্য কোনো সার্টিফিকেশন বডি কর্তৃক কোনো নীতি বা আইনে বাতিল বা অনুমোদিত হলে তা উল্লেখ করতে হবে।

১৩.২ সার্টিফিকেশন রিভিউ

১৩.২.১ রিভিউ এর ভিত্তিতে কোনো ঘাটতি দেখা গেলে তা আবেদনকারীকে সার্টিফিকেশন বডির নিকট যথাশীঘ্র জানাতে হবে;

১৩.২.২ প্রদত্ত সকল তথ্যাদি গ্রহণযোগ্য হলে আবেদনপত্র নিবন্ধিত হবে এবং একটি স্বতন্ত্র সনাক্তকরণ নম্বরসহ একটি রসিদ ইস্যু করা হবে;

১৩.২.৩ কোনো উৎপাদকের আবেদন ইতোপূর্বে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা লোগো এর অপব্যবহার বা কোনো আদালত কর্তৃক দণ্ডিত বা পূর্বের সার্টিফিকেশন বডি কর্তৃক শর্ত ভঙ্গের কারণে বাতিল হয়ে থাকলে তার অনুকূলে এক বছরের মধ্যে কোনো সার্টিফিকেশনের আবেদন নিবন্ধন করা যাবে না;

১৩.২.৪ রিভিউ এটা নিশ্চিত করবে যে, মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য সকল চাহিদা পূরণ হয়েছে এবং সার্টিফিকেশন বডির প্রত্যয়ন কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা এবং সামর্থ্য রয়েছে। সার্টিফিকেশন বডির ত্রুটি বা অসামর্থ্য দেখা গেলে তা পর্যবেক্ষণ আকারে রিভিউতে উল্লেখ করতে হবে; এবং

১৩.২.৫ রিভিউ এর সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩.৩ সার্টিফিকেশন চুক্তি/অঙ্গীকারনামা

নিবন্ধিত আবেদনকারী (উৎপাদক/উৎপাদক দল) এবং সার্টিফিকেশন বডি'র মধ্যে প্রত্যয়ন চুক্তি সম্পাদিত হবে যাতে কতিপয় শর্ত ও নিয়ম-নীতি উল্লেখ করা হবে, যা উৎপাদক বা উৎপাদক দল মেনে চলার অঙ্গীকার করবেন। সার্টিফিকেশন চুক্তির সাথে আবেদনকারীকে অবশ্যই খামার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপাদক বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা লোগো ব্যবহার করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আবেদনকারীকে সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মানসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অব্যাহতভাবে বাস্তবায়নের অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে যাতে উৎপাদিত পণ্যের সম্মতির মানদণ্ড অক্ষুণ্ন থাকে। সার্টিফিকেশন চুক্তির ছক ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

১৪। নিরীক্ষা

নিরীক্ষা কর্মসূচির পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা এমন হতে হয় যাতে নিরীক্ষা কার্যকর, সঙ্গতিপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়। প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যবহার করে নিরীক্ষাকার্য সম্পন্ন প্রয়োজন। উৎপাদিত ফসলের সার্টিফিকেশন উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষিত হতে হবে। এই কাজে উদ্দেশ্য, নিরপেক্ষতা এবং পদ্ধতিগত কার্যপ্রণালী একান্ত প্রয়োজন। নিরীক্ষা শুরুর পূর্বে এর সুযোগ, লক্ষ্য এবং মানদণ্ডের পরিষ্কার ব্যাখ্যা থাকা এবং তার সঙ্গে একমত হওয়া প্রয়োজন। নিরীক্ষা দলের সদস্যদের এবং এ কর্মসূচি ব্যবস্থাপকের কাজের দক্ষতা এবং নিয়ম-নীতির প্রতি পেশাজীবী হিসেবে সতর্ক এবং সংহত থাকা প্রয়োজন। নিরীক্ষা দল এবং উৎপাদক/উৎপাদক দলের মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন যাতে গোপনীয়তা বজায় থাকে।

১৫। অনুসৃত মানদণ্ড

১৫.১ জৈব ও রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিএআরসি কর্তৃক প্রকাশিত সার সুপারিশ গাইডের আলোকে এবং বালাইনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত বালাইনাশক পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত উপজেলা/ইউনিয়ন মৃত্তিকা নির্দেশিকা অথবা মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সারের মাত্রা গ্রহণযোগ্য হবে। এছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি/প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত সার ও বালাইনাশকের মাত্রাও গ্রহণযোগ্য হবে;

১৫.২ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ যেমন: Plant Growth Regulator (PGR) এর ব্যবহারমাত্রা বিএআরসি কর্তৃক প্রকাশিত সার সুপারিশমালার আলোকে অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি/প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে; এবং

১৫.৩ অনুমোদিত GMO ফসলের ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত আইন ও নীতিমালা অনুসৃত হবে।

১৬। নমুনা পরীক্ষা

খাদ্য পণ্যে সার, বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, ভারী ধাতব পদার্থ, ক্ষতিকর অণুজীবের উপস্থিতি নিরূপণের জন্য এ্যাক্রিডিটেড/অনুমোদিত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করতে হবে।

১৭। ডক্যুমেন্টেশন

বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য স্কিম ওনারকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন বিষয় যেমন: উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণের বিভিন্ন মড্যুল বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশ, জাতীয়ভিত্তিক উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন, সার্টিফিকেশন ও এ্যাক্রিডিটেশন পদ্ধতি, এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ডের উত্তম কৃষি চর্চা স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কী করণীয় ইত্যাদি ডক্যুমেন্টেশন তৈরি, নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণ করতে হবে। ডক্যুমেন্টেশন স্কিম ওনার এর পরিচালনা পদ্ধতি ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করবে।

১৮। মানবসম্পদ উন্নয়ন

লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ অপরিহার্য। পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ প্যাকেজভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা কর্মকাণ্ডকে বেগবান করবে। মানবসম্পদ উন্নয়নে নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে :

১৮.১ প্রশিক্ষণের অংশীজন

১৮.১.১ উৎপাদক, সম্প্রসারণবিদ, কৃষি গবেষক, সম্প্রসারণ ও বিপণন কর্মীসহ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৮.২ প্রশিক্ষণের আওতা

১৮.২.১ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ও মড্যুল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৮.২.২ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা এর ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনের সফল প্রয়োগ ও গবেষণাসহ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৮.২.৩ মৌসুম/ফসলভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ও কৃষকদের দলভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৮.২.৪ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, মাটি, সার ও পানি, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৮.২.৫ বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে নারী ও যুবকদের প্রশিক্ষণের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান; এবং

১৮.২.৬ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা অন্তর্ভুক্ত করা।

১৮.৩ শিক্ষা

১৮.৩.১ কৃষি/প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উত্তম কৃষি চর্চা সংক্রান্ত কোর্স অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং

১৮.৩.২ NATA এর প্রশিক্ষণে এবং কৃষি ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রমে উত্তম কৃষি চর্চা সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

১৯। প্রযুক্তি হস্তান্তর

১৯.১ চিহ্নিত সমস্যা নিরসন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গবেষক, সম্প্রসারণ ও বিপণন কর্মীদের অংশগ্রহণে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও কৃষি/প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়মিত কর্মশালা, সেমিনার, মতবিনিময় সভা এবং প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে সম্প্রসারণ দক্ষতা বৃদ্ধি;

১৯.২ নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণে প্রাথমিকভাবে উদ্ভাবক সংস্থা বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করবে ও প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগিতা মূল্যায়নপূর্বক উন্নয়ন সাধন করবে; এবং

১৯.৩ কার্যকর প্রযুক্তি হস্তান্তর পদ্ধতি উদ্ভাবনে গবেষক ও সম্প্রসারণবিদ যৌথভাবে গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

২০। বাংলা ভাষার প্রাধান্য

বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০ কার্যকর করার পর সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ সরকার প্রকাশ করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজিতে অনূদিত পাঠে কোনো বিভ্রান্তি/অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে বাংলায় প্রণীত নীতি গ্রহণযোগ্য হবে।

বা:স:মু:-২০২০-২১/৫১০২ কম (ডি)—২,০০০ বই, ২০২১।